নাটোর | রেজি: নং-রাজ: ১৬১ | বুধবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৬ | ২৯ বর্ষ

The Weekly Hishab
সাপ্তাহিক হিসাব
অন্তরালের সকল হিসাব এক কাগজে

• ৪৬ বছর ধরে পড়ে আছে পরিত্যক্ত অনুসন্ধান কূপ

সিংড়ার মাটির নিচে কি লুকিয়ে আছে বাংলাদেশের জ্বালানি সম্ভাবনা?

• ৪৬ বছর ধরে পড়ে আছে পরিত্যক্ত অনুসন্ধান কূপ • শহীদ জিয়াউর রহমানের সময়ের উদ্যোগ পুনর্মূল্যায়নের দাবি • জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের হাতেই পূর্ণতা চান বাবার স্বপ্ন • এই গ্যাস খুলে দিবে উত্তরবঙ্গের শিল্পের দুয়ার সাড়ে চার দশক ধরে নাটোরের সিংড়ায় অরক্ষিত পড়ে আছে বিশাল সম্ভাবনাময় একটি গ্যাসকূপ। ১৯৭৯ সালে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এই অঞ্চলে জ্বালানি নিরাপত্তার যে স্বপ্ন বুনেছিলেন, তা আজ চরম অবহেলায় রুদ্ধ। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কাছে চলনবিলবাসীর প্রত্যাশা আকাশচুম্বী-বাবার রেখে যাওয়া এই অসমাপ্ত কাজ শুরু দেখতে চায় চলনবিলবাসী। এই কূপ খনন কেবল জ্বালানি সংকট দূর করবে না, এটি উত্তরাঞ্চলে শিল্পবিপ্লব ঘটিয়ে তৈরি করবে হাজারো মানুষের কর্মসংস্থান। চলনবিলের মানুষের প্রত্যাশা, পিতার উন্নয়ন দর্শনের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে তারেক রহমানের বলিষ্ঠ পদক্ষেপই পারবে এই জাতীয় সম্পদের তালা খুলে নতুন অর্থনীতির সূর্যোদয় ঘটাতে।

এস.এম জিয়াউর রহমান লেলিন প্রকাশ: ১৭ অক্টোবর ২০২৬ ৫ মিনিট পাঠ



সিংড়ায় গ্যাসকূপ পরিদর্শনে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান

বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতির প্রাণশক্তি হলো জ্বালানি। কিন্তু দেশের উত্তরাঞ্চল, বিশেষ করে চলনবিল অধ্যুষিত নাটোর ও রাজশাহী অঞ্চল জ্বালানি সংকটে এক কঠিন বাস্তবতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এই সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ ৪৬ বছর ধরে সিংড়ার কান্তানগর-কয়রাবাড়ির পরিত্যক্ত গ্যাসকূপটি যেন এক বিশাল আক্ষেপের নাম। ১৯৭৯ সালে দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এই অঞ্চলে গ্যাসের সম্ভাবনা চিহ্নিত করে খননের যে ঐতিহাসিক উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তা ছিল উত্তরাঞ্চলের শিল্পায়নের এক স্বপ্নযাত্রা। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিজে সিংড়ার গ্যাস কুপ খনন কাজ পরিদর্শন করেন এবং সিংড়া পেট্রবাংলায় রাত্রি যাপন করেন। জিয়াউর রহমানের গ্যাস খনন কাজ পরিদর্শনের সময় সংগে ছিলেন তৎকালিন সিংড়ার এম.পি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান খোকন, তৎকালিন নাটোর জেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক কাজী গোলাম মোর্শেদসহ (পরিবর্তীতে তিনি সিংড়া থেকে তিন বার এম.পি নির্বাচিত হয়েছেন) রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তাগন। কিন্তু ১৯৮১ সালে তাঁর শাহাদাতবরণের পর সেই স্বপ্ন কেবল ফাইলবন্দি হয়েই রয়ে গেছে, আর কোনো সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান এই সম্পদের পূর্ণ সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার নিয়ে ভাবেননি। ইতিহাস স্বাক্ষ্য দেয়, শহীদ জিয়ার শাসনামলে জার্মানির বিশেষজ্ঞ দল সিংড়ার কয়রাবাড়িতে বিপুল পরিমাণ গ্যাস ও জ্বালানি তেলের অস্তিত্বের কথা জানিয়েছিল। পেট্রোবাংলার

তত্ত্বাবধানে তখন প্রায় তিন একর জমি অধিগ্রহণ, সড়ক নির্মাণ এবং কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে বিশাল কর্মযজ্ঞ পরিচালিত হয়েছিল।

রোমানিয়ার একটি কোম্পানি এই গ্যাসকুপ খনন কাজ করছিল। সব ঠিক ঠাক চলাকালীন হঠাৎ করে জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর রাতারাতি উধাও হয়ে যায় রোমানিয়া কোম্পানি। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, ১৯৮১ সালের পর রাষ্ট্রীয় অবহেলায় গ্যাসকূপটি হাজার হাজার সিমেন্ট এর বস্তা ও ধাতব পদার্থ দিয়ে সিলগালা করে দেওয়া হয়।

কাজী গোলাম মোর্শেদ এম.পি নির্বাচিত হবার পর সিংড়ার গ্যাসকুপ পুনঃ খননের জন্য সোচ্চার হয়ে বিভিন্ন দপ্তরে যোগাযোগ শুরু করেন। কাজী গোলাম মোর্শেদ সিংড়ার গ্যাসকুপ পুনরায় খননের জন্য সংসদে একাধিক বার দাবি করেন এবং জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী কে সংসেদে নোটিশ প্রদান করেন। তবে সেই পূর্বের গত বাঁধা জবাব, অপর্যাপ্ত গ্যাসের চাপ: কূপ খননের পর সেখানে বাণিজ্যিক ভাবে গ্যাস উত্তোলনের মতো প্রয়োজনীয় গ্যাসের প্রবাহ চাপ বা গ্যাসের মজুদ পাওয়া যায়নি।

কেন এই জাতীয় সম্পদকে রুদ্ধ করা হলো, তা আজও এক অজানা রহস্য। অথচ আজ যখন জ্বালানি সংকটে দেশের উৎপাদন খাত মুখ থুবড়ে পড়ছে, তখন এই পরিত্যক্ত কূপটির গুরুত্ব বহুগুণ বেড়ে গেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, মাত্র ৭০ থেকে ৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে পুনরায় খনন সম্ভব হলে সিংড়ার এই কূপটি উত্তরাঞ্চলের গ্যাস সংকট মোচনে বিশাল ভূমিকা রাখতে পারে। এর ফলে নাটোর-রাজশাহী অঞ্চলে গড়ে উঠতে পারে নতুন নতুন শিল্পকারখানা, নিশ্চিত হতে পারে হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান। চলনবিল অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের এই দাবি কেবল স্থানীয় কোনো চাহিদা নয়, এটি এখন একটি জাতীয় ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। বর্তমান সময়ে যখন পুরো জাতি এক নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছে, তখন চলনবিলের মানুষ বুকভরা আশা নিয়ে তাকিয়ে আছেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের যোগ্য উত্তরসূরি, গণমানুষের নেতা এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমানের দিকে। বাবার রেখে যাওয়া যে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের চাকা মাঝপথে থেমে গিয়েছিল, মানুষ বিশ্বাস করে, তারেক রহমানের বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বেই সেই অসমাপ্ত কাজ পূর্ণতা পাবে। বাবার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার দায়বদ্ধতা এবং দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব-উভয় দিক থেকেই এই গ্যাসকূপ খনন হতে পারে তারেক রহমানের সরকার গঠনের অন্যতম একটি মাইলফলক। চলনবিলের সাধারণ মানুষ আশা করে, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে এই গ্যাসকূপ খননের বিষয়ে জরুরি নির্দেশনা আসবে। অবহেলায় হারিয়ে যাওয়া এই জাতীয় সম্পদকে কাজে লাগিয়ে উত্তরাঞ্চলের ভাগ্য পরিবর্তন এবং জ্বালানি স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে জনাব তারেক রহমানের

হস্তক্ষেপই এখন সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি। একটি পরিত্যক্ত কূপের খনন কেবল গ্যাস উত্তোলন নয়, এটি হবে উন্নয়নের পথে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। আমরা চাই, চলনবিলের বাতাসে এখন থেকে আর ব্যর্থতার সুর নয়, এখন উন্নয়নের নতুন জয়ের গান বাজুক।

জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তায় কেন গুরুত্বপূর্ণ সিংড়া?

বাংলাদেশের শিল্পোৎপাদন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সার কারখানা এবং বিভিন্ন বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে প্রাকৃতিক গ্যাসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। জ্বালানি সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিলে উৎপাদন ব্যয় বাড়ে, নতুন বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হয় এবং শিল্পকারখানার সম্প্রসারণ ব্যাহত হতে পারে। এ কারণে দেশীয় গ্যাসের সম্ভাব্য উৎসগুলো চিহ্নিত করা এবং সেগুলোর অর্থনৈতিকভাবে উত্তোলনযোগ্যতা যাচাই করা জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত। সিংড়ার কূপে বাণিজ্যিকভাবে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মজুত পাওয়া গেলে তার সুফল শুধু নাটোর বা চলনবিল অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকবে না। গ্যাসের পরিমাণ, উত্তোলন ব্যয় এবং সরবরাহব্যবস্থা অনুকূলে থাকলে তা বৃহত্তর উত্তরাঞ্চলের জ্বালানি সরবরাহে ভূমিকা রাখতে পারে। নাটোর, রাজশাহী ও আশপাশের অঞ্চলে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, খাদ্য সংরক্ষণ, শিল্পকারখানা এবং অন্যান্য উৎপাদনমুখী ব্যবসা সম্প্রসারণের সম্ভাবনা রয়েছে। পর্যাপ্ত জ্বালানি সরবরাহের পাশাপাশি উন্নত যোগাযোগব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ ও দক্ষ জনশক্তি নিশ্চিত করা গেলে এসব খাতে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হতে পারে। তবে সিংড়ার কূপ থেকে কত পরিমাণ গ্যাস পাওয়া যেতে পারে, তা কত দিন উত্তোলন করা সম্ভব হবে এবং দেশের মোট চাহিদার কতটুকু পূরণ করা যাবে—এসব প্রশ্নের উত্তর এখনই দেওয়ার সুযোগ নেই। এর জন্য প্রয়োজন আধুনিক ভূতাত্ত্বিক জরিপ, কূপের কারিগরি পরীক্ষা, সম্ভাব্য মজুতের হিসাব এবং অর্থনৈতিক মূল্যায়ন। অতএব, সিংড়ার কূপকে নিশ্চিত গ্যাসক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা না করে সম্ভাবনাময় একটি পুরোনো অনুসন্ধান প্রকল্প হিসেবে মূল্যায়ন করাই হবে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ।

প্রধানমন্ত্রীর কাছে চলনবিলবাসীর প্রত্যাশা

সিংড়ার পুরোনো অনুসন্ধান কূপ নিয়ে স্থানীয় মানুষের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা এবার সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে গুরুত্ব পাবে—এমনটাই চান চলনবিলবাসী। তাঁদের প্রত্যাশা, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকার বিষয়টি পুনর্মূল্যায়নের জন্য কার্যকর উদ্যোগ নেবে। এ ক্ষেত্রে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে একটি কারিগরি মূল্যায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। এর আওতায় পুরোনো খনন নথি সংগ্রহ, অতীতের অনুসন্ধান ফলাফল পর্যালোচনা, প্রকল্প বন্ধের কারণ অনুসন্ধান, কূপের

বর্তমান অবস্থা পরীক্ষা এবং নতুন করে অনুসন্ধানের সম্ভাব্যতা যাচাই করা সম্ভব। মূল্যায়নের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলে স্থানীয় মানুষের দীর্ঘদিনের প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সহজ হবে। একই সঙ্গে সরকারও বুঝতে পারবে, নতুন করে অনুসন্ধানে বিনিয়োগ করা জাতীয় অর্থনীতির জন্য কতটা যৌক্তিক। শহীদপ্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সময় অনুসন্ধানের উদ্যোগ শুরু হয়েছিল বলে স্থানীয়ভাবে যে দাবি প্রচলিত রয়েছে, তার ঐতিহাসিক ভিত্তি সরকারি নথির মাধ্যমে যাচাই করাও এ প্রক্রিয়ার অংশ হতে পারে। এতে অতীতের উদ্যোগের প্রকৃত ইতিহাস জানা যাবে এবং ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণে তথ্যভিত্তিক ভিত্তি তৈরি হবে।

রাজনৈতিক ও নাগরিক সমাজের বক্তব্য :

বিএনপির সাবেক সংসদ অধ্যাপক কাজী গোলাম মোর্শেদ বলেন,পরীক্ষার পর বিশেষজ্ঞরা তেল ও গ্যাস থাকার সম্ভাবনার কথা রিপোর্টে উল্লেখ করেছিলেন। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে গ্যাসকূপ পুনরায় খননের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করা হলেও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। কাজী মোর্শেদ বলেন, সরকারের জন্য ৫০-৬০ কোটি টাকা বড় অঙ্ক নয়। কিন্তু এই উদ্যোগ নিলে চলনবিল অঞ্চলের মানুষের ভাগ্য বদলে যেতে পারে। বর্তমান দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, বিষয়টি সরকারের নীতি নির্ধারনী পর্যায়ে তুলে ধরে এবং প্রয়োজনে প্রধানমন্ত্রীর নিকট সম্ভাব্যতা উপস্থাপন করে এই কুপ পুণঃখননের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।